নন্দীগ্রামে নিখোঁজ তদন্তে সিআইডি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর রেঞ্জের সিআইডি-র ডিএসপি শ্যামলকান্তি দাসের নেতৃত্বে মঙ্গলবার দিনভর নন্দীগ্রামে চষে বেড়ালেন সিআইডি-র একঝাঁক দুঁদে অফিসার। গত ২০০৭ সালে ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে সিপিএমের জমি অধিগ্রহণের জন্য অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে হার্মাদদের ছোড়াগুলিতে মৃত্যু হয় ১৪ জনের। নিখোঁজ হয়েছেন বহু জন। এদের মধ্যে নন্দীগ্রামের রায়নগরের বাসিন্দা দুর্গাপদ মাইতি এবং ৭নং জালপাইয়ের বাসিন্দা সুব্রত সামন্তের কোন খোঁজ নেই। এক দশকের বেশি সময় কেটে গেলেও নিজেদের পরিবারের নিখোঁজ সদস্যদের সন্ধান না পেয়ে আদালতে মামলা করে দুটি পরিবার। ১৪ মার্চের নিখোঁজ দুর্গাপদ মাইতি'র স্ত্রী আদালতে স্বামীকে খুঁজে দেওয়ার মামলা করতেই পুলিশের অনুরোধে ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিআইডি। অপরদিকে সুব্রত সামন্তের পরিবারও মামলা করে। দুটি ঘটনাতেই সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার। দায়িত্ব পেয়ে সিআইডি-র তদন্তকারীরা এদিন রায়নগর গ্রামে গিয়ে দুর্গাপদ-র স্ত্রী অমিতা মাইতির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। এছাড়াও সুব্রত সামন্তের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলে সিআইডি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সিপিএমের তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৎকালীন সাংসদ তথা বর্তমানে বিজেপির নেতা লক্ষ্মণ শেঠ ছাড়াও সিপিএমের নেতা অশোক গুড়িয়া অশোক বেরা হিমাংশু দাস-সহ মোট ১৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। নন্দীগ্রামবাসীর দাবি এই মামলার তদন্তে যদি অভিযুক্তরা দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ তথা লক্ষ্মণ শেঠ-সহ একাধিক নেতার ভাগ্যে অশেষ দুঃখ রয়েছে। যদিও ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি, ১৪ মার্চ বা ১০ নভেম্বরের ঘটনায় এখনও তদন্তের কোনও সমাধান হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তাই এই মামলা যদি সঠিক দিশা খুঁজে পায় তাহলে নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনের সময়কার বহু ঘটনার ওপর থেকেই পর্দা উঠে যাবে।

জোর করে বিয়ে, বাবার বিরুদ্ধে মেয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম শহরের বাছুরডোবা অঞ্চলের পূজা বিশ্বাসের অভিযোগ, বাবা নাকি সাফ জানিয়ে দিয়েছে আর পড়াতে পারব না। এবার বিয়ে করে নাও। তবে বাবার এই আদেশ মানতে পারেনি বছর ১৪-র এই কিশোরী। ক্লাস নাইনের ছাত্রী পূজা বাবার বিরুদ্ধে স্কুলে লিখিত অভিযোগ জানায়। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি মহকুমাশাসকের নজরে আনে। পূজা জানিয়েছে, গত মার্চ মাসে একটা মুসলিম ছেলে তাদের বাড়িতে আসে। সেসময় তার বাবা জানান, ছেলেটি নাকি তাদের আত্মীয়। ওই ছেলেটিকেই বিয়ে করতে হবে। কিন্তু, বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে চায়নি ওই কিশোরী। সে জানায়, এখনই বিয়ে করবে না। আরও পড়াশোনা করতে চায়। একথা শোনামাত্রই তার বাবা নাকি মারতে থাকে বলে অভিযোগ। দিদির উপর এমন অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি বোন মনীষাও। অবশেষে দুজনে বাবা এবং মায়ের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জানায়, বিয়ে করার জন্য তার বাবা-মা একদিকে যেমন মানসিক চাপ দিচ্ছেন। তেমনই শারীরিক অত্যাচারও করছেন। প্রসঙ্গত, ক্লাস এইটে পড়ে পূজার বোন মনীষা। দুজনেই ঝাড়গ্রাম ননীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। স্কুল কর্তৃপক্ষ গোটা বিষয়টা জানার পরেই মহকুমাশাসককে জানায়। মহকুমাশাসক গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। তাঁর নির্দেশেই স্কুলে যান এসডিপিও দীপক সরকার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন শিউলি সিংহ। অবশেষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দুই বোনকেই ঝাড়গ্রাম জেলার নিবেদিতা হোমে পাঠানো হয়। পূজার কথায়, বাবা বলেছে, তোদেরকে অত দূর পড়াতে পারব না। নাইন পর্যন্ত পড়িয়েই আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দেবে বলেছে। আমরা দুবোন। বাবা আরও জানিয়েছে, বোনের জন্য ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দেবে। তারপরে বলেছে, ওকে পড়ালেও আমাকে আর পড়াতে পারবে না। দুজনের পড়াশোনার খরচ বাবা টানতে পারবে না। আমি কন্যাশ্রীর অনুদানও পাই। আমি এখন পড়তে চাই।

দিঘায় মোমো সেন্টারে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিঘা ১ নং ঘাটের কাছে ওয়াও মোমো সেন্টারে আগুনে আতঙ্ক ছড়ালো। ওয়াও মোমো সেন্টারে একটু-র জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল। সূত্রের খবর, মোমো সেন্টারে ডিজি ঘর থেকে আগুনের ধোঁয়া দেখতে পায় খেতে আসা পর্যটকেরা। খবর যায় দমকলে। দমকলের একটি ইঞ্জিনের আধঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

দমকলের প্রাথমিক অনুমান ডিজির স্টেবিলাইজারের সর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিক জানা যায়নি।

স্মল সেভিংস এজেন্টস্ ইউনিয়নের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ নিমতৌড়ি প্রতিবন্ধী হলে 'স্মল সেভিংস এজেন্টস্ ইউনিয়ন' সম্মেলন হল। সম্মেলনে ১৬টি দাবি গৃহিত হয়েছে। আগামীদিনে ওই দাবিগুলি নিয়ে তাঁরা সোচ্চার হবেন। সমস্ত সাব পোস্ট অফিসগুলিতে প্রিন্টারের ব্যবস্থা করা, প্রতিটি অফিসে 'এজেন্ট কর্ণার' চালু করা, ইন্টারনেট ও সার্ভারের পরিষেবা উন্নত করে পরিষেবা সরলীকরণ করা, সমস্ত অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের চেক বই দেওয়া, রি-ইনভেস্টের ক্ষেত্রে সেমস্কীমে রি-ইনভেস্ট চালু করা, পোস্ট অফিসগুলিতে দক্ষ কর্মচারী এবং সিস্টেম এক্সপার্টের সংখ্যা বাড়ানো, সমস্ত স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার ন্যূনতম ১ শতাংশ বাড়ানো, এজেন্টদের সরকারি পরিচয় পত্র প্রদান, এজেন্টদের অসংগঠিত শ্রমিকের স্বীকৃতি দেওয়া এবং গ্রুপ ইন্সিওরেন্স চালু করা, বিভিন্ন স্কীমে পুনরায় এজেন্ট কমিশন চালু করা সহ ১৬টি দাবি এদিনের সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই সমস্ত দাবি নিয়ে তাঁরা আগামীদিনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। সংগঠনের সদস্যরা বলেন, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার স্বীকার। দিন যত এগোচ্ছে তাঁরা আরও বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছেন, কমে যাচ্ছে কমিশন। তাঁরা ভারতবর্ষের গরীব নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে আসছেন, না থাকলে সারা ভারতবর্ষের আরও কোটি কোটি টাকা চিটফান্ডে চলে যেত। এজেন্টদের ৬০ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট বাকিরা মাধ্যমিক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নুপুর দে দাস, প্রবীণ এজেন্ট সন্তোষকুমার গিরি, নন্দলাল মাইতি প্রমুখ।

ছেলের অন্যধরনের জন্মদিন পালন ব্যবসায়ী দম্পতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ আর পাঁচটা পরিবারে ছেলের জন্মদিন পালনের মতো নয় একেবারে আলাদা। সারি দিয়ে বসানো হয়েছে দরিদ্র, ভিখিরি মানুষদের। তারাই আমন্ত্রিত ছেলের জন্মদিনের পার্টিতে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার দে পরিবার খুশিতে সবার খাওয়ার তদারক করছেন। শুধু খাওয়া নয়, খাওয়া শেষে তাদের হাত ভর্তি করে দিয়েছেন নানা সামগ্রীতে। বেলদার ব্যবসায়ী দুলালচন্দ্র দে ও বেলদা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান সুলেখা দে-র একমাত্র পুত্র সন্তান রাকেশের রবিবার ছিল ২৯তম জন্মদিন। গত প্রায় দশ বছর ধরে এভাবেই দিনটি পালন করে আসছেন দম্পতি। রাকেশের কথায়, আগে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের ডেকে জন্মদিন সেলিব্রেট করতাম। একদিন রাস্তায় ঘোরা ভিখিরিদের কথা বেশি করে ভাবালো। বছরে একদিন যদি ওদের খাওয়াতে পারি। বাড়িতে বসে তাই সিদ্ধান্ত করি। ছেলের এই ভাবনায় খুশি পরিবার। তারা প্রতিবছর এই ভাবনা নিয়ে দরিদ্রদের আমন্ত্রণ জানান। তাদের পেট পুরে মাংস-ভাত, পায়েস-মিষ্টি খাইয়ে হাতে তুলে দেন মশারি, ব্লাঙ্কেট, ছাতা, শাড়ি, চাদর, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি। সঙ্গে সামাজিক ভাবনাও কাজ করে। গত বছর ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় মশারি তুলে দেওয়া হয়েছিল তাদের হাতে। বাবা দুলালচন্দ্র দে বলেন, এবারে তাদের ব্ল্যাঙ্কেট, মশারি, বাটি, গ্লাস দিয়েছি। প্রতিবছর গিফট বদলানো হয়। কেননা বেশিরভাগ দরিদ্র মানুষ বেশ কমন থাকেন প্রতিবছর। আমন্ত্রণ করার ব্যাপারে সুলেখা দে বলেন, প্রতি রবিবার এলাকার দরিদ্র ভিখিরি মানুষজন ভিক্ষে করতে বেরান। একটি রবিবার তাদের ধরে ধরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের খাইয়েও কিছু দিতে পেরে বেশ ভালোই লাগে। সাত-সাতাত্তর সব বয়সের মানুষ বেলদার দে পরিবারের এই আয়োজনে বছরে একটা দিন অন্তত পেট পুরে ভালো-মন্দ খেতে পেয়ে সবাইকে আশীর্বাদ করে যান। রাকেশের কথায়, এদের হাসিমুখ খুশি করে। এদের আশীর্বাদ জীবনে অনেক ভালো কাজ করতে শেখাবে।

ডেবরা ব্লক অফিস জলবন্দি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডেবরা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লক অফিসের সামনেই জল জমে যাচ্ছে। আর তার জেরেই জলবন্দি পুরো অফিসের সম্মুখ। দুপুরে সামান্য বৃষ্টিতেই ডেবরা ব্লক অফিসের সামনে জল জমে গিয়েছে। প্রায় ৩০ মিনিটের বৃষ্টিতে জল থইথই করছে অফিস চত্বর। সাধারণ মানুষজন জানান, প্রতিবছর বৃষ্টি হলেই অফিসের সামনে জল জমে যায়। অফিসে কাজে আসতে গেলে সমস্যা তৈরি হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ ব্লকে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে পাওয়ার টিলার বিলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতির্ময় কর। নিজস্ব চিত্র

আল আমীন মিশন অ্যাকাডেমিতে নবীন বরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ নবাগতা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবছরও আল আমীন মিশন অ্যাকাডেমির মেদিনীপুর শাখার ধর্মা কেন্দ্রের ছাত্রী বিভাগে নবম ও একাদশ শ্রেণির নবাগতা ছাত্রীদের নবীন বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। মিশন ক্যাম্পাসে ঘরোয়াভাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখিকা ও সমাজকর্মী রোশেনারা খাঁন, মেদিনীপুর সদর ব্লকের বিডিও ফারজানা খানম, খড়গপুর ২ নং ব্লকের বিডিও মহম্মদ আলি ওয়ালিউল্লাহ, সদর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সায়েদুল ইসলাম, খড়্গপুর ২ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও চিন্ময় দাস, লেখক অশোক পাল, মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র সামন্ত, প্রধান শিক্ষক নরেশ চন্দ্র পড়িয়া, চিকিৎসক ডাঃ কালিমুজ্জামান, চিকিৎসক ডাঃ রিনা পারভীন, মেদিনীপুর সদরের সেল ট্যাক্সের সহকারি কমিশনার মহিউদ্দিন লস্কর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত অতিথিরা ছাত্রীদের জীবনে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও মহিয়সীদের জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ মেনে চলার পরামর্শ দেন। বর্তমান সময়ে এগিয়ে যাওয়া পথে ছাত্রীদের কী করণীয় সে বিষয়েও নবাগতা শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত সহ একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয় বর্তমান ও নবাগতা ছাত্রীরা। এদিনই প্রকাশিত হয় দেওয়াল পত্রিকা 'মেদিনী'। গোটা অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন মহম্মদ সেখ ইস্রাফিল ও জেসমিন বেগম।

অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান, মিশনের অন্যতম কর্মকর্তা মহম্মদ সেখ ইস্রাফিল। উল্লেখ্য, ছাত্রীদের এই শাখাটি ২০১২ সাল থেকে পথ চলা শুরু করে যথেষ্ট সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে।

হাইস্কুলের নির্মল বাংলার প্রচারাভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ বুধবার মেদিনীপুর সদর ব্লকের তলকুই জুনিয়ার হাইস্কুলের উদ্যোগে মিশন নির্মল বাংলা অভিযানের এক বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই অভিযানে বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক মহাশয়রা ছাড়াও মেদিনীপুর কলেজ এনএসএস ইউনিটের জনা দশের ছাত্রছাত্রীও অংশ নেয়। ছাত্রদল নানান সচেতনতামূলক পোস্টার, ফেস্টুন নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের লোকেদের কাছে পৌঁছে যায়। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার উপকারিতা। গ্রামের মানুষও আগ্রহের সাথে শোনে কচি-কাঁচাদের মুখে স্বাস্থ্য সচেতনতার গুরুত্ব। গ্রামের রাস্তার দুই ধার তারা প্লাস্টিকমুক্ত করে নর্দমায় ফিনাইল, ব্লিচিং ছড়িয়ে জীবাণুমুক্ত করে। বিদ্যালয়ের প্রধান অরিন্দম দাস বলেন, এই উদ্যোগ তাঁরা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে অনেক সচেতনতা বেড়েছে। ভবিষ্যতে এধরনের উদ্যোগ আরও নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা, পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোয়ালতোড় ঃ পুলিশের সামনে পথ চলতি মানুষকে ধাক্কা পিকআপ ভ্যানের, পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় থানার। স্থানীয় সূত্রে খবর, বেলা প্রায় ৩টে নাগাদ গোয়ালতোড় থানার বখরী এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান পথ চলতি এক মানুষকে ধাক্কা মারে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সেই সময় রাস্তার ওপর পুলিশ দাঁড়িয়ে গাড়ি থেকে টাকা আদায় করছিল। এই পিকআপ ভ্যানটিকেও টাকা চাইতে গেলে পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য পিকআপ ভ্যানটি তার স্পিড বাড়ায় এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পথচারিকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা পিকআপ ভ্যানটিকে ধরে ফেলে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে টাকা আদায় করছিল এবং তার হাত থেকে বাঁচতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের আরও অভিযোগ, আহত পথচারিকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে পুলিশ সেখান থেকে পালাতে যায়। কিন্তু গ্রামবাসীরা সকলে মিলে পুলিশ ভ্যানটিকে ধরে ফেলে এবং বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বেলা প্রায় ৩টে থেকে এই অবরোধ চলছে। গোয়ালতোড় থানা থেকে আরও পুলিস ঘটনাস্থলে গেলে তাদেরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এলাকায় টান টান উত্তেজনা।